

জীবনের আসল সঞ্চয়



মনে প্রশ্ন আসতে পারে, মানুষ কেন সঞ্চয় করে?

অধিকাংশই সঞ্চয় করে ভবিষ্যতের প্রয়োজন পূরণ কিংবা অপ্রত্যাশিত বিপদ মোকাবেলার আশায়। পরিবারের নিরাপত্তা ও সুখের কথা ভেবে সঞ্চয়িত অর্থ জমিয়ে স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগও করেন অনেকে। কিন্তু এমন কোনো সঞ্চয় বা বিনিয়োগ কি আছে যা জীবনে যেমন লাভজনক, মৃত্যুর পরও তেমনি কাজে আসে?

এ প্রশ্নের উত্তর রয়েছে ধর্মবাহীতে। প্রতিটি শাস্ত্রত ধর্ম মানুষকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে—অন্যের কল্যাণে দান করো। দিনে ও রাতে, প্রকাশ্যে ও গোপনে, সচ্ছল এমনকি অসচ্ছল অবস্থায়। কেননা এটাই জীবনের আসল সঞ্চয়!

ভেবে দেখুন তো, দুঃস্থ বিপন্ন মানুষের উপকার করার পর আপনার মনে কি একটু সুখ সুখ অনুভূতি হয়? আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, পরার্থে সেবা শুধু মানসিক প্রশান্তিই দেয় না, শারীরিক সুস্থতা এবং দীর্ঘজীবনের সম্ভাবনাও অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়।

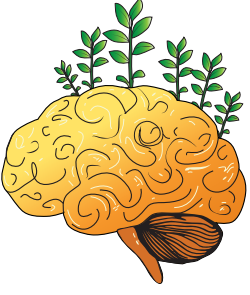
তবে সজ্জবদ্ধভাবে সৎকর্মে অংশ নেয়ার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আসলে উপকৃত অসহায় মানুষের হৃদয় নিংড়ানো দোয়া। আপনার ইহকালীন ও পরকালীন সঞ্চয়কে যা বহুগুণে সমৃদ্ধ করবে। ৩২ বছর ধরে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এই সুযোগটিই করে দিচ্ছে।

দাতা হোন, সত্যিকারের সঞ্চয় করুন। বঞ্চিতের মুখে হাসি ফোটানোর নির্ভেজাল আনন্দে ভেসে যাক আপনার হতাশা, দুশ্চিন্তা ও বালা-মুসিবত।



quantummethod.org.bd

ডোনেট অ্যাপ



দান করুন মস্তিষ্ক হবে ইতিবাচক

সুইজারল্যান্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ফিলিপ টবলার ও প্রফেসর আর্নস্ট ফার ২০১৬ সালে ব্যতিক্রমী একটি গবেষণার সূত্রপাত করেন। ৪৮ জন ব্যক্তির ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা যায়, ভালো খাবার বা অত্যন্ত আনন্দদায়ক কোনো ঘটনা ঘটলে মস্তিষ্কের যে অংশ উদ্দীপ্ত হয়, সেই একই অংশ উদ্দীপ্ত হয় যখন আমরা দান করি, অসহায় কারো উপকার করি। প্রফেসর টবলারের মতে, ‘প্রতিদিনের জীবনে আপনি আরেকটু বেশি সমমর্মী আচরণ করতে শিখুন, দেখবেন আপনার সুখের পরিমাণ বাড়বে অনেক বেশি।’

দান আপনাকে রাখবে সুস্থ

২০০৬ সালে যৌথভাবে একটি গবেষণা করেন যুক্তরাষ্ট্রের জঙ্গ হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর র্যাচেল পিফেরি এবং টেনেসি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ক্যাথলিন লওলার। তারা দেখেন—যারা নিয়মিত দান করেন, তাদের রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে এবং তারা তুলনামূলক বেশি সুস্থ। কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এলিজাবেথ ডান গবেষণায় দেখেন, যখন কেউ দান করে তার রক্তচাপ হ্রাস পায় উল্লেখযোগ্য হারে। অথচ যখন সে নিজের জন্যে ব্যয় করে, রক্তচাপে কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না।



দান ও স্বেচ্ছাসেবার উপকার



- দান ও স্বেচ্ছাসেবার মধ্য দিয়ে চারপাশের মানুষের সাথে সখ্য গড়ে ওঠে। একাকিত্বের অনুভূতি কমে।
- সমস্যা সমাধানের সহজাত দক্ষতা গড়ে ওঠে। আত্মবিশ্বাস বাড়ে ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয়।
- দানের অভ্যাস ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞ ও ইতিবাচক হতে শেখায়। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়ার ফলে তিনি জানেন, সুখ-দুঃখ মিলিয়েই জীবন। তাই অভিযোগপ্রবণ না হয়ে যা আছে তা নিয়েই এগোতে হবে।
- দাতারা দীর্ঘায়ু হন। তাদের স্ট্রেস ও বিষণ্ণতা কম। গড়পড়তা মানুষের তুলনায় তারা সুস্থ থাকেন।
- আলঝেইমার্স রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে। মস্তিষ্কের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায়, যা মস্তিষ্ককে কর্মক্ষম রাখে দীর্ঘদিন।
- দান মানুষকে বিনয়ী ও সমমর্মী করে। পারস্পরিক সম্পর্কগুলো হয় মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী।



দানে বাড়ে উপার্জন

আমেরিকাতে পরিচালিত একাধিক নির্ভরযোগ্য গবেষণায় উঠে এসেছে, দান করলে দাতার শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক প্রশান্তি বাড়ে। শুধু তা-ই নয়, ২০০৭ সালে আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়, আমেরিকার ৪৪টি অঞ্চলের ৩০ হাজার মানুষের ওপর পরিচালিত জরিপে পাওয়া গেছে যে, যারা দান করেছে তাদের উপার্জনও বেড়েছে।

দীর্ঘজীবনের জন্যে দান

যুক্তরাষ্ট্রের জার্নাল অব হেলথ সাইকোলজি-র রিপোর্ট অনুসারে, দাতারা দীর্ঘায়ু হন। অন্যের উপকার করতে পেরে যে ভালোলাগা সৃষ্টি হয় তা ছড়িয়ে পড়ে দেহ-মনে। রক্তে ‘হ্যাপিনেস কেমিক্যাল’ যেমন : ডোপামিন, এন্ডোরফিন, অক্সিটোসিনের প্রবাহ বাড়ে। ফলে দাতার মনে দুশ্চিন্তা হতাশা ভয়-আতঙ্ক খুব একটা সুবিধা করতে পারে না।



অন্যের জন্যে ব্যয় করলে আসে দীর্ঘস্থায়ী সুখ

হ্যাপি মানি : দ্য সায়েন্স অব হ্যাপিয়ার স্পেন্ডিং বইয়ের লেখক মাইকেল নরটনের মতে, ‘নতুন জুতো, জামা, গাড়ি, বাড়ি কেনার আনন্দ যতই অতুলনীয় হোক তা বড্ড তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়।’ নিজের জন্যে ব্যয় করাটা সুখের, তবে এ সুখ স্থায়ী হয় না। অন্যদিকে একই অর্থ যখন আমরা অন্যের প্রয়োজনে ব্যয় করি বা দান করি, তখন যে সুখের সৃষ্টি হয় তার স্থায়িত্ব অনেক বেশি।

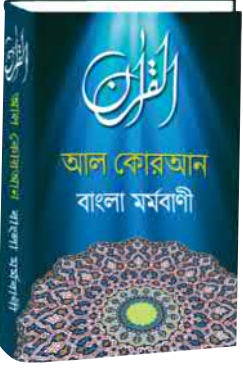
আপনার দানের অর্থের পরিণতি জানুন

দানের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ হলো, দানের অর্থ কোথায় কীভাবে ব্যয় হচ্ছে তা জানা। এ নিয়েও দীর্ঘ গবেষণা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মাইকেল নরটন। তার মতে, দান কীভাবে মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন করছে, এ বিষয়ে দাতার সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে দানের তৃপ্তি বহুগুণে বেড়ে যায়।



তথ্যসূত্র : মেডিকেল নিউজ টুডে, ১৬ জুলাই ২০১৭
টাইম ম্যাগাজিন, ১৪ জুলাই ২০১৭
রয়টার্স, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫

ধর্মবাণীতে দান



পাপমোচন ও ক্ষমা

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও (সৃষ্টির সেবায় ব্যয় করো)। তিনি এর বহুগুণ প্রতিদান দেবেন আর তোমাদের ক্ষমা করবেন। ৬৪ : ১৭

সময় থাকতে দান

আমি তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, সময় থাকতেই তা থেকে অন্যের জন্যে ব্যয় করো, যাতে মৃত্যুর মুহূর্তে একথা বলতে না হয়, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরেকটু সময়

দাও, আমি দান করে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হই।' কিন্তু মৃত্যুর নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে আল্লাহ কাউকেই অবকাশ দেন না। ৬৩ : ১০-১১

প্রিয় জিনিস থেকে দান

(হে বিশ্বাসীগণ!) তোমার প্রিয় ও পছন্দের জিনিস থেকে দান করতে না পারলে তুমি কখনো সত্যিকারের ধার্মিক হতে পারবে না। ৩ : ৯২

দান নিজেরই কল্যাণে

(হে মানুষ!) যে অর্থবিত্ত তোমরা দান করো, সে দান তো তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যেই। তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ব্যয় করো। অতএব দানের পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে অবশ্যই দেয়া হবে। তোমাদের হক কখনো নষ্ট করা হবে না। ২ : ২৭২

দানে প্রবৃদ্ধি বহুগুণ

আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্যে শুদ্ধচিত্তে (যাকাত হিসেবেও) যা দান করো, তা-ই বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ৩০ : ৩৯

দানের সাথে ঈমানের সম্পর্ক

সাদাকা বা দান বা অন্যের সেবা হচ্ছে ঈমানের প্রমাণ। —মুসলিম, নববী

দানের দায়িত্ব

প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পর প্রত্যেক আদমসন্তানের ওপরই দান বা সৎকর্ম করার দায়িত্ব বর্তায়। —ইবনে হিব্বান

দান সরাসরি আল্লাহর কাছে পৌঁছে

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দান করলে সেই সাদাকা বা দান গ্রহীতার হাতে পৌঁছার আগেই আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। —তাবারানী

রোগ নিরাময়ে

তোমরা রোগ নিরাময়ের জন্যে সাদাকা দাও। —জামে উস-সগীর

দান সংগ্রহকারীও সমভাবে পুরস্কৃত হবে

সততার সাথে দান সংগ্রহকারী ও দান বিতরণকারী দাতার মতোই সমভাবে পুরস্কৃত হবে। (দান সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা উত্তম সাদাকা।) —বোখারী, মুসলিম

দানে পাপমোচন ও সুরক্ষা

পানি যেভাবে আগুনকে নিভিয়ে ফেলে, দানও তেমনি পাপমোচন করে। —তিরমিজী, ইবনে মাজাহ

যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি অন্যদের প্রয়োজন পূরণ করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তোমার প্রয়োজন পূরণ করতে থাকবেন। —বোখারী, তাবারানী, আত তারগিব



বেদ

সমাজকে ভালবাসো। ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও। দুর্গতকে সাহায্য করো। সত্য-ন্যায়ের সংগ্রামে সাহসী ভূমিকা রাখার শক্তি অর্জন করো। ঋগ্বেদ : ৬.৭৫.৯

নিঃশর্ত দানের জন্যে রয়েছে চমৎকার পুরস্কার। তারা লাভ করে আশীর্বাদধন্য দীর্ঘজীবন ও অমরত্ব। ঋগ্বেদ : ১.১২৫.৬

এসো প্রভুর সেবক হই! গরিব ও অভাবীদের দান করি। ঋগ্বেদ : ১.১৫.৮



বাইবেল

যখন দান করো গোপনে দান করো। ডান হাত কী দিচ্ছে বাম হাত যেন জানতে না পারে। তোমার নীরব দান সদাপ্রভু দেখছেন। তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। মথি ৬ : ৩-৪

অভাবীদের সাহায্য করো। ঈশ্বরের সন্তুষ্টিমূলক কাজে অগ্রগামী থাকো। রোমীয় ১২ : ৯-১৩

সার্থক তাদের জীবন যারা দানশীল, কারণ তারা দয়া পাবে। সার্থক তাদের জীবন যাদের অন্তর নির্মল, কারণ তারা ঈশ্বরের দর্শন পাবে। মথি ৫:৬-৮



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্থান কাল বিবেচনা করে কোনো প্রত্যাশা না করে উপযুক্ত পাত্রে প্রদত্ত দান সাত্ত্বিক বা উত্তম দান।

প্রতিদানের প্রত্যাশায় অনিচ্ছাসঙ্কে প্রদত্ত দানকে রাজসিক দান বলা হয়। অযোগ্য পাত্রে অনাদরে এবং অবজ্ঞা সহকারে যে দান, তা হচ্ছে তামসিক।

শ্রদ্ধাশ্রয়বিভাগযোগ : ২০-২২

বুদ্ধবাণী

দানের অনন্ত কল্যাণ সম্পর্কে আমি যা জানি, যদি মানুষ তা জানত, তাহলে কাউকে না দিয়ে সে অন্ন গ্রহণ করত না। স্বার্থপরতার কালিমা তাকে বশীভূত করতে পারত না। তার মনের গভীরে নীচতার কালিমা প্রবেশ করতে পারত না। ইতিবুদ্ধক : ২৬

প্রকৃত নিরন্ন মানুষকে যে অন্ন দান করে, সে পরলোকে স্বর্গে গমন করবে। ইতিবুদ্ধক : ২৬



দুস্থের মুখে হাসি ফোটাচ্ছে কোয়ান্টামের সেবা কার্যক্রম

৩২ বছর ধরে দেশব্যাপী পরিচালিত হচ্ছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সৃষ্টির সেবা কার্যক্রম। সময়ের সাথে এর ব্যাপ্তি বেড়েছে, একইসাথে বেড়ে চলছে উপকৃত মানুষের সংখ্যা। ৩৮টি সেবাকাজ সুপরিকল্পিতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে কোয়ান্টামের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের সজ্জবদ্ধ দানে। কোয়ান্টামের সেবা কার্যক্রমের কিছু খণ্ডচিত্র :

মোট রক্ত
সরবরাহ

১৬,৭৩,৯১৮
ইউনিট

১২,০৭৯
জন

দাফন ও
সৎকার

সারাদেশে
শিক্ষাবৃত্তি

৩,১১৩
জন



শিক্ষা ও নৈতিকতার আলোয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে বেড়ে উঠছে আড়াই সহস্রাধিক শিশু-কিশোর। এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুই শতাব্দিক শিক্ষার্থী পড়ছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ মেডিকেল, বুয়েট ও চুয়েটে।



বান্দরবান লামায় মুহাদ্দিসা আসমা (রা) হাফেজিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ৩৮ জন মেয়েশিশুর একাংশ

বান্দরবান লামায়
ইমাম গাজ্জালি (র) হাফেজিয়া মাদ্রাসায়
হিফজ করছে ৪০ জন ছেলেশিশু



তথ্যসূত্র : ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত

কোয়ান্টাম বুলেটিন ৥ মার্চ ২০২৫

নতুন ঘর
পেয়েছে
৩,২২৭টি
গৃহহীন পরিবার



শীতাত্ত
মানুষের মাঝে
৬,৪৯৪টি
কম্বল ও
৯,০৬৯টি
বস্ত্র বিতরণ
করা হয়েছে

৫৭,১৭৫ জন মা
পেয়েছেন
মাতৃমঙ্গল সেবা



বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছে
১২,৫৬১ জন গৃহকর্মী

চক্ষুসেবা ও ছানি অপারেশন
হয়েছে ২৩,৯১৭ জনের

২,৫৯,১৮১ জনের
খতনা সম্পন্ন হয়েছে

স্বনির্ভরায়ন কার্যক্রম

ঋণমুক্ত ও স্বনির্ভর হয়েছেন
৩৬,২২৪ জন



প্রশ্ন : কোয়ান্টামে তো সবাই দান করে। আমি না হয় অন্য কোথাও দান করব! তাছাড়া এত টাকা দিয়ে কোয়ান্টাম কী করে?

উত্তর : শুরুতেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাই একথা বলার জন্যে যে, ‘কোয়ান্টামে তো সবাই দান করে’। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি এ বাস্তবতাই যেন সৃষ্টি হয়।

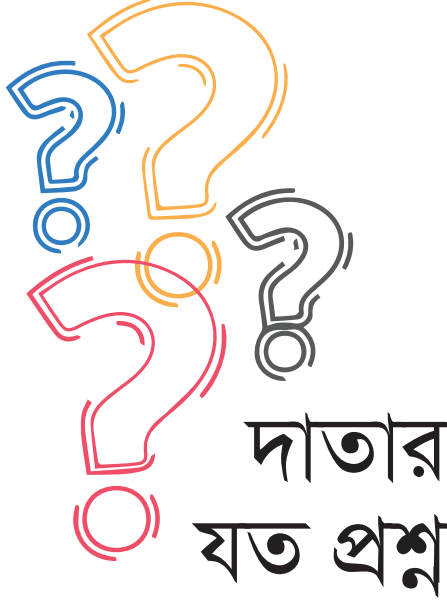
প্রায় তিন দশক ধরে ৩৮টি সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে। সারাদেশে যেখানেই সম্ভব হয়েছে, আমরা বঞ্চিত-অবহেলিত মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য। সাম্প্রতিক করোনা পরিস্থিতিসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নিকাণ্ড, দুর্ঘটনা ইত্যাদিতে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। সেইসাথে চলছে নিয়মিত সেবাকাজ। যেমন—বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা, সন্তানসম্ভবা দুস্থ মায়াদের সেবায় মাতৃমঙ্গল, বেওয়ারিশ লাশ দাফন, প্রবীণসেবা, হাফেজিয়া মাদ্রাসা এবং বান্দরবানের লামায় প্রায় আড়াই হাজার শিশুর লেখাপড়া ও সার্বিক ভরণপোষণ।

আমরা কিন্তু কখনো ফান্ডের জন্যে অপেক্ষা করি নি। যখনই কোথাও সেবার প্রয়োজন হয়েছে, আমরা দ্রুততম সময়ে কাজে নেমে পড়েছি। আপনারা দান অব্যাহত রেখেছেন বলেই আমরা সেবাকাজে এগিয়ে যেতে পারছি।

পরম করুণাময়ের কাছে শুকরিয়া আদায় করে বলতে পারি—কোয়ান্টামের দানের অর্থ কোথায় কীভাবে ব্যয় হয়েছে, এর প্রতিটি হিসাব সুস্পষ্ট এবং স্বচ্ছ। আর আমরা তাত্ক্ষণিক সামান্য দান করে আত্মতৃপ্তির জন্যে কাজ করছি না। বরং অবহেলিত মানুষদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

বান্দরবানের লামায় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী বর্তমানে সরকারি মেডিকেল কলেজ, বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছে। শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত শিশুরা আজ নিজের পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব নেয়ার মতো যোগ্য হয়ে উঠছে। এরকম বহু জীবন গড়ার কাজেই কোয়ান্টাম দানের অর্থ ব্যয় করে।

অতএব কোথায় বা কাকে দান করবেন, এ ব্যাপারে আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবে দানের অর্থ কী কাজে ব্যয় হলো বা আদৌ তা বঞ্চিতের কোনো কাজে এলো কিনা, দাতা হিসেবে এর খোঁজখবর রাখা আপনার কর্তব্য। আপনার দান যদি সমাজে ভিক্ষাবৃত্তিকে জিইয়ে রাখতে কিংবা ভিক্ষুকরূপী মাদকাসক্তের নেশা মেটাতে ব্যয় হয়, তাহলে এর সমান দায়ভার আপনাকেও বহন করতে হবে।



প্রশ্ন : আমার সামর্থ্য তো খুব কম। এই সামান্য দানে সমাজের কতটুকু উপকার হবে?

উত্তর : কোনো কাজ, কোনো উদ্যোগ, কোনো দানই সামান্য নয়। অগণিত মানুষের সামান্য প্রচেষ্টা জড়ো হয়েই সমাজ বদলায়, জাতি এগিয়ে যায়। আবার অনেক মানুষের সামান্য অপচয়, সামান্য অনৈতিকতা মিলেই ঘটে জাতিগত পতন।

তাই আজ সামর্থ্য কম বলে হীনম্রন্যতায় ভোগার প্রয়োজন নেই। যার সদিচ্ছা থাকে, দিন দিন তার সামর্থ্যও বাড়তে থাকে।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও আমরা দেখি, যুগে যুগে সবচেয়ে ধনীরা কিন্তু সমাজের বাঁকবদল ঘটান নি; বরং কল্যাণচিন্তায় উদ্বুদ্ধ সাধারণ মানুষেরাই যখন সীমিত সামর্থ্য ও উপকরণ একত্রিত করে দুস্থ-অসহায়ের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছে, সমাজে এসেছে ইতিবাচক পরিবর্তন।

প্রশ্ন : অন্যের প্রয়োজনে দান করলে আমি কীভাবে প্রাচুর্যবান হবো? এটা কি যুক্তিবিরুদ্ধ কথা নয়?

উত্তর : এটি মোটেই যুক্তিবিরুদ্ধ নয়। প্রকৃতির নিয়মই হচ্ছে, যখন কোথাও শূন্যতা সৃষ্টি হয় তখন চারদিক থেকে সে জিনিস এসে শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করে। যেমন, বাতাস যখন হঠাৎ উদ্ভূত হয়ে ওপরের দিকে উঠে যায়, সে ফাঁকা স্থান পূরণের জন্যে চারদিক থেকে বাতাস আসতে থাকে। বাতাসের বেগ বাড়তে থাকে। বাড় সৃষ্টি হয়।

বাজার অর্থনীতির নিয়মও হচ্ছে, কোনো সামগ্রীর অভাব সৃষ্টি হলে বিক্রেতার সাদিকের ঝুঁকি পড়ে। ফলে চারদিক থেকে তা আসতে শুরু করে। একইভাবে আমরা যখন দান করি, আসে আর্থিক সমৃদ্ধি।

প্রশ্ন : আমি প্রায় প্রতিদিনই পথে ভিক্ষুককে দান করি। এটা কি সৎদানের মধ্যে পড়ে?

উত্তর : আমরা যাদের ভিক্ষুক মনে করি, তারা আসলে পেশাদার ভিক্ষুক। ভিক্ষাবৃত্তি একটা ব্যবসা। এমন কোনো নজির নেই যে, কোনো ভিক্ষুক স্বাবলম্বী হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করে দিয়েছে।

নবীজী (স) ভিক্ষাবৃত্তিকে সবসময় নিরুৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন :

যে ভিক্ষার পথ ধরে, সে নিজের জন্যে দারিদ্র্যের দরজা উন্মুক্ত করে।

—তিরমিজী

প্রতিটি ধর্মেই দানের মাহাত্ম্য সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, আমাদের সমাজে প্রচলিত ভিক্ষাবৃত্তি কোনোভাবেই তার আওতায় পড়ে না। দান ও যাকাতের উদ্দেশ্য হলো মানুষের দুর্দশা মোচন করা এবং তাকে স্বাবলম্বী করা। অথচ সচেতনভাবে খেয়াল করলে দেখবেন, বছরের পর বছর একই জায়গায় একই লোক ভিক্ষা করছে।

অর্থাৎ তার অবস্থার পরিবর্তন কখনো হচ্ছে না। বরং তারা সহজ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে ভিক্ষাবৃত্তি।

দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন-এ (২২ ডিসেম্বর ২০১৮) প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে, ভিক্ষাবৃত্তি হলো বিনা পুঁজিতে ব্যবসা। বাংলাদেশের শতকরা ৯৮ ভাগ ভিক্ষুক প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ভিক্ষা করে।

ভিক্ষুককে প্রতিদিন অর্থদান করে আপনি মূলত সমাজে পরগাছা তৈরিতেই সাহায্য করছেন। অতএব নিজেই ভেবে দেখুন—এটি সৎদান হচ্ছে কিনা।

প্রশ্ন : অন্য ধর্মের মানুষের জন্যে আমি কেন দান করব?

উত্তর : অসুস্থ হলে আপনি ভালো ও দক্ষ ডাক্তারের কাছে যান, নাকি ডাক্তার মুসলমান হিন্দু না খ্রিস্টান—এটা বিচার করেন? মামলায় জড়ালে আইনজীবীর ধর্ম বিচার করেন, নাকি তার যোগ্যতা?

একইভাবে ধরুন, সড়ক দুর্ঘটনায় কিছু মানুষ আহত হলো। অমুসলিমদের রেখে শুধু মুসলিমদের আপনি হাসপাতালে নিয়ে যাবেন? প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আপনি বিপন্ন মানুষের ধর্ম জিজ্ঞেস করবেন, নাকি তাকে উদ্ধার করবেন?

তেমনি দান পাওয়ার জন্যে যে সবচেয়ে উপযুক্ত, অর্থাৎ সবচেয়ে অবহেলিত-বঞ্চিতকেই দান করতে হবে। এখানে তার ধর্মাদর্ম বিচার করা অমানবিক।

দান সম্পর্কিত উক্তি

দান বা সাদাকা
ঈমানের প্রকাশ্য
রূপ। যে দানশীল
নয়; সে
ঈমানদারও নয়।
ইমাম গাজ্জালি



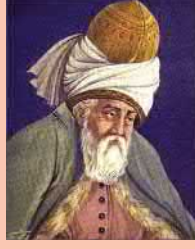
দানের চেয়ে বড়
গুণ আর নেই।
নিকৃষ্ট সে, যে
সবসময় গ্রহণ
করে। আর যে
দিতে জানে,
সে-ই উৎকৃষ্ট।
স্বামী বিবেকানন্দ



যে জীবন অন্যের
জন্মে কিছু করে না,
সেটা আসলে
কোনো জীবন নয়।
মাদার তেরেসা



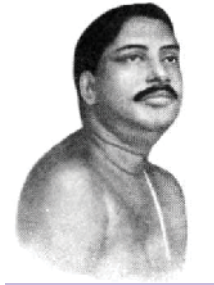
অন্যকে সাহায্য করার বেলায় নদীর মতো
হও, যে নিরবধি বহমান। সমমর্মিতা
প্রকাশের ক্ষেত্রে হও সূর্যের মতো, যার
উষ্ণতা সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়।
মওলানা জালালউদ্দিন রুমি



আমাদের টিকে থাকার অন্যতম শর্ত
হলো মানুষের প্রতি সমমর্মিতা।
ধার্মিক হোক বা অধার্মিক—যিনিই সুখী
জীবন প্রত্যাশা করেন, সবার জন্যে
এটি প্রযোজ্য।
দালাই লামা

যে ব্যক্তি কোনো
স্বার্থ ছাড়াই
অন্যের জন্যে
কাজ করে বা
সেবা করে, ঈশ্বর
সর্বদাই তার
মঙ্গল করেন।

রামকৃষ্ণ
পরমহংস দেব



দান করো, কিন্তু
দীন হয়ে প্রত্যাশা
রেখো না। তোমার
অন্তরে দয়ার দরজা
খুলে যাবে।
ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ক্ষুধার্ত মানুষ
আমাদের কাছ থেকে
তার প্রাপ্য সম্মান
প্রত্যাশা করে,
দয়া বা করুণা নয়।
পোপ ফ্রান্সিস



আসুন, নিজেকে শুধরে নিই

আমার টাকা আমি ইচ্ছেমতো দান
করতে পারি। দান করা বা
না করার ক্ষেত্রে আমি স্বাধীন।



যে-কোনো একটা জায়গায় দান করলেই তো হলো!
আমার সামান্য দানে সমাজ কতটুকুই-বা বদলাবে?



এহীতার কাছ থেকে
কোনো সুযোগ
আনুকূল্য সমীহ
বা বস্তুগত প্রাপ্তির
প্রত্যাশায় যে দান
করা হয়, তা নষ্ট দান।

সালামি বা বকশিশ/ টিপস
দান নয়, এগুলো সেবার প্রতিদান।

দান করে এহীতাকে খোঁটা দেয়া,
অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে শোষণ করা
দানের বরকত নষ্ট করে।

যে দান লোক-দেখানো, যা
মানুষের প্রশংসা/ বাহবা
কুড়ানোর জন্যে বা স্বার্থ
হাসিলের উদ্দেশ্যে করা হয়,
তা সৎদান নয়।

অন্যের কল্যাণে এগিয়ে আসুন সৃষ্টির সেবায় দান করুন

সব দেশে সব কালেই সুফি-বুজুর্গ
মুনি-ঋষিরা মানুষকে আহ্বান
জানিয়েছেন—সাধ্যমতো নিয়মিত দান
করো, তোমার কল্যাণ হবে।

উম্মুল মোমেনিন আয়েশা (রা) একটি
ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

একবার বাড়িতে ভেড়া জবাই করা হলো।
তিনি মাংস দান করে দেয়ার ব্যবস্থা
নিলেন। কিছুক্ষণ পর নবীজী (স) ঘরে
ফিরে শুনলেন যে, একটি ভেড়া জবাই করা
হয়েছে। তিনি জানতে চাইলেন, ওটার
কতটুকু আছে?

আয়েশা (রা) উত্তর দিলেন, ভেড়ার গর্দান
ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। নবীজী (স)
বললেন, গর্দান ছাড়া বাকি সবটাই রয়ে
গেছে। (তিরমিজী)

অর্থাৎ সম্পদের যে অংশটুকু দান করা হয়,
সেটুকুই আসলে দাতার কল্যাণে আসে।

মহাভারতে যমরূপী যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন
করেছিল, মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের সবচেয়ে
উত্তম বস্তু কে? যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিল, ঐ
কঠিন সময়ে মানুষের সবচেয়ে উপকারে
আসে দান অর্থাৎ পরের কল্যাণে করা কাজ।

আর মহামতি বুদ্ধ সবসময় আলোচনা শুরু
করতেন দানের প্রসঙ্গ দিয়ে। কারণ তিনি
মনে করতেন, কেউ যদি পরোপকার ও
উদারতার বাণী বুঝতে ব্যর্থ হয়, তার পক্ষে
আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করা অসম্ভব। তাই
নতুন কেউ এলে তিনি প্রথমে দানশীল
হওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরতেন। তারপর
নৈতিকতা, কর্মফল, চতুরার্য সত্য, পঞ্চশীল
ইত্যাদি বিষয় ব্যাখ্যা করতেন।

মহামানবেরা সেবা ও দানকে সবচেয়ে বেশি
গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ নৈতিক মূল্যবোধ ও
মানবিকতার সূচনা হয় পরের কল্যাণে
এগিয়ে আসার মাধ্যমে। যে বিপন্নের পাশে
দাঁড়ায়, সে-ই মানুষ।



বহু
মানুষের
নীরব দান
দোয়া ও
অনুপ্রেরণায়
জীবন জয়ের সাহস
পেয়েছে শত শত
কিশোর-তরুণ;
যাদের এগিয়ে
যাওয়ার গল্প ‘সব
সম্ভব’। বইটি সংগ্রহ
করুন। পড়ুন এবং
উপহার দিন।



প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে মনে সারাদিনের কাজের
তালিকা করুন। তালিকায় নতুন একটি পয়েন্ট যোগ করুন।
‘শোকর আলহামদুলিল্লাহ’ বলার পর দিনের প্রথম চিন্তা হোক—
আজ কী কী সাদাকা করব।



সাদাকার জন্যে কিন্তু মোটা অংকের টাকা দান করা আবশ্যিক নয়।
সারাদিন যার সাথেই দেখা হবে তার সাথে হাসিমুখে প্রশান্তভাবে
কথা বলুন। পরিচিত কেউ অসুস্থ থাকলে তার খোঁজ নিন, সম্ভব
হলে দেখতে যান। আপনার কাছে কেউ পরামর্শ চাইতে এলে
তাকে সং পরামর্শ দিন।



এর কিছুই সম্ভব না হলে সারাদিন কারো ক্ষতি করা থেকে,
সমালোচনা করা থেকে এবং অন্যের ব্যাপারে মন্দ চিন্তা করা থেকে
বিরত থাকুন। এটাও উত্তম সাদাকা। আপনি আসলে আপনার
ধারণার চেয়েও অনেক বেশি সম্পদশালী।

অন্যের কল্যাণে এগিয়ে আসুন,
সৃষ্টির সেবায় দান করুন।
আপনার জীবন পূর্ণ হয়ে উঠবে
প্রশান্তি সুস্থতা সাফল্য ও সুখে।